দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 DEC 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধর্ষণ, অশালীন প্রস্তাব ঃ তদন্ত হচ্ছে তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে

কৈলাস সরকার ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবে যথাক্রমে ছাত্রী ধর্ষণ, শিশু ধর্ষণ ও অপর এক ছাত্রীকে অশালীন প্রস্তাব দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পৃথক ৩টি ঘটনা তদন্তের জন্য ৩টি কমিটি গঠিত হয়েছে। গত রোববার মহিলা শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের সাথে দেখা করে ধর্ষণকারী ও নির্যাতনকারী শিক্ষকদের শাস্তি দাবি করেছে। উপাচার্য জানিয়েছেন, শিশুর উপর যৌন নির্যাতন চালানোর ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এম শাহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেছে লোক প্রশাসন বিভাগের মাস্টার্সের এক ছাত্রী। ওই ছাত্রী গত ৩০শে নভেম্বর এক লিখিত অভিযোগে উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরীর কাছে জানায়, এম শাহীদুজ্জামান গত ২৯শে নভেম্বর বিকেল ২টার দিকে তাকে ধর্ষণ করে। ওই ছাত্রী উপাচার্যের কাছে ওই শিক্ষকের শাস্তি দাবি করে। জানা গেছে, ওই ছাত্রী তার অভিযোগে উল্লেখ করে, তাকে বই ও নোট দেয়ার কথা বলে রুমে ডেকে নেয়া হয়। ছাত্রীটি অভিযোগ করার সময় তার বাবাও সঙ্গে ছিলেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অপর এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিশুর উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনা হয়েছে। গত বছর এই বিভাগের শিক্ষক রুহুল আমিনকে এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো হয়। অভিযোগ অনুযায়ী রুহুল আমিন তদন্ত ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

তদন্ত ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ফুল ব্রাইট" স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় যান। সেখানে গিয়ে এক শিশুর উপর যৌন নির্যাতন চালান ও ধরা পড়েন। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এ যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে যোগদান করতে দেয়া হয়নি।

এছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক প্রবীণ শিক্ষকের বিরুদ্ধে একই বিভাগের এক ছাত্রীকে অশালীন প্রস্তাব দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, ওই ছাত্রী প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় পরীক্ষায় তার বিরুদ্ধে নকল করার অভিযোগ আনা হয় এবং এ অভিযোগে তার ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে।

পৃথক এ ৩টি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পৃথক ৩টি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্রী ধর্ষণ ঘটনায় ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ডঃ শাহাদত আলীকে প্রধান করে। অন্য সদস্যগণ হলেন অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার, এডভোকেট সৈয়দ আহমেদ, কাজী আফরোজ জাহান আরা। এছাড়া আইনের বিষয়গুলো ক্ষতিয়ে দেখার জন্য আইন বিভাগের একজন শিক্ষককে কমিটিতে রাখা হয়েছে।

তদন্ত কমিটি গত রোববার রাতে তাদের প্রথম বৈঠক করেছে। এ ব্যাপারে কমিটির প্রধান অধ্যাপক ডঃ শাহাদত আলীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত অধ্যাপক এম শাহীদুজ্জামানের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এ ব্যাপারে এখন কিছুই বলব না, তদন্ত কমিটির কাছে যা বলার বলব। তদন্তের পর সব সত্যি জানা যাবে। তিনি আরো বলেন, এটি সম্পূর্ণ একটি বাইরের ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, একান্তই ব্যক্তিগত ঘটনা। এ সময় তিনি জানান, ওই ছাত্রীর সাথে তার বিয়ের কথা হচ্ছিল, শুধু তাই নয়- ওই ছাত্রীর ইতোপূর্বে একবার বিয়েও হয়েছিল। তার একটি সন্তানও রয়েছে।

আমেরিকায় শিশুর উপরে যৌন নির্যাতন চালানোর ঘটনায় প্রায় ১ বছর আগে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত এখনো শেষ হয়নি। এ কমিটির প্রধান হচ্ছেন অধ্যাপক শাহাদত আলী। জানা গেছে, এ ঘটনার তদন্ত শেষ পর্যায়ে। যত বাড়াতাড়ি সম্ভব এ তদন্তের রিপোর্ট পেশ করা হবে। জানা গেছে, এ অভিযোগের কারণেই অধ্যাপক রুহুল আমিনকে এখনো চাকরিতে যোগদান করতে দেয়া হয়নি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্রীকে নিয়ে একই বিভাগের এক প্রবীণ শিক্ষকের যে ঘটনা তার জন্য ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গত ২ মাস যাবৎ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কমিটি সূত্র জানায়, ওই ছাত্রী তার লিখিত অভিযোগে শুধু ফলাফল স্থগিত করার ব্যাপারে অভিযোগ করেছে। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং তদন্ত কমিটির কাছে অশালীন প্রস্তাব দেয়ার কথা স্বীকার করেছে। কমিটি সূত্র জানায়, এ কারণেই তদন্তে দেরি হচ্ছে।

সূত্র জানায়, এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ শীর্ষে রয়েছে।

গত রোববার মহিলা শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এ সমস্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করে। এ সময় তারা এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে যাতে প্রতিবাদ করা যায় এজন্য একটি 'মহিলা সেল' গঠনেরও দাবি জানানো হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহমুদা ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা, লোক প্রশাসন বিভাগের নাজমুন নেসা মাহতাব, জেরিনা রহমান খান, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সাদেকা হালিমা, ইতিহাস বিভাগের সোনিয়া নিশাত আমিন প্রমুখ।

উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, আমেরিকায় শিশুর উপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগে অধ্যাপক রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে। অধ্যাপক এম শাহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ওই ছাত্রী অভিযোগ করলে তিনি তাকে লিখিত অভিযোগ দিতে বলেন এবং সে অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ঘটনায় তিনি বলেন, তদন্ত কমিটি যা করবে তাই হবে।